গাংনীতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত শুভ মারা গেছে

গাংনী উপজেলার বামন্দী কাজিপুর সড়কের সাহেবনগর তালতলা নামক স্থানে দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাঁঠাল গাছে ধাক্কা লেগে গুরুতর আহত ৩ কিশোরের মধ্যে শুভ হোসেন
(১৩) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে।

আজ সোমবার (১৭ জুলাই) সকালের দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে।
নিহত শুভ কাজিপুর হালসানা পাড়ার সৌদি প্রবাসী শিপন আলীর ছেলে।

এছাড়া একই গ্রামের স্বপন আলীর ছেলে জয় (১৪) এবং নওদাপাড়া গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে হাসিব (১৬) চিকিৎসাধীন রয়েছে।

গতকাল রবিবার (১৬ জুলাই) বেলা ১১টার দিকে সাহেবনগর তালতলা নামক স্থানে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান, এক মোটরসাইকেলে ৩ জন দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাঁঠাল গাছে ধাক্কা দেয়। ঘটনা স্থল থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় তিনজনকে বামন্দীর একটি ক্লিনিকে নেওয়া হয়। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শুভকে রাজশাহীতে এবং জয়কে কুষ্টিয়ায় রের্ফাড করা হয়েছে। শুভ’র হাতের একটি হাড় কাঁঠাল গাছের সাথে গেঁথে যায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীতে দ্রুতগতির মোটরসাইকেল

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা; আহত ৩

গাংনী উপজেলার বামন্দী কাজিপুর সড়কের সাহেবনগর তালতলা নামক স্থানে দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাঁঠাল গাছে ধাক্কা লেগে ৩ কিশোর গুরুতর আহত হয়েছে।

আহতরা হলেন, কাজিপুর হালসানা পাড়ার শিপন আলীর ছেলে শুভ (১৩), একই এলাকার স্বপন আলীর ছেলে জয় (১৪) এবং নওদাপাড়া গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে হাসিব (১৬)।

আজ রবিবার (১৬ জুলাই) বেলা ১১টার দিকে সাহেবনগর তালতলা নামক স্থানে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান, এক মোটরসাইকেলে ৩ জন দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাঁঠাল গাছে ধাক্কা দেয়। ঘটনা স্থল থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় তিনজনকে বামন্দীর একটি ক্লিনিকে নেওয়া হয়। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শুভকে রাজশাহীতে এবং জয়কে কুষ্টিয়ায় রের্ফাড করা হয়েছে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য হেলাল উদ্দিন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীতে ফেয়ার সমবায় সমিতির নামে ১৫ লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে কর্মীরা লাপাত্তা

মেহেরপুরের গাংনীর পোড়াপাড়া গ্রামে অফিস পরিচয় দিয়ে ১৫ লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নিয়ে লাপাত্তা কয়েক ব্যক্তি। ফেয়ার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি নাম পরিচয়ে ঋণ দেওয়ার প্রলোভনে এ টাকা হাতিয়ে নেয় অজ্ঞাত কয়েক ব্যক্তি। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরা মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানায় পৃথক দুটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

জানা গেছে, গতকাল শনিবার (১৫ জুলাই) আনুষ্ঠানিকভাবে অফিস উদ্বোধন ও ঋণ বিতরণের কথা বলে পোড়াপাড়া গ্রামের একটি বাড়ির সামনে তৈরী করা হয় গেট। অফিসে রাখা হয় ডেকোরেশন থেকে আনা কয়েকটি টেবিল। তার উপরে কয়েকটি খালি ফাইল, রেজিস্ট্রার ও ফাইল বক্স। বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত সমিতির কর্মকর্তা পরিচয় দেওয়া ব্যক্তিরা এলাকায় থাকলেও সন্ধ্যার পর থেকে তাদের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

জানা গেছে, গাড়াডোব পোড়াপাড়া গ্রামের কথিত কবিরাজ শাবানা ওরফে পানসির বাড়ি ভাড়া নেওয়ার কথা বলে আস্তানা গাড়ে চার ব্যক্তি। যারা নিজেদেরকে ফেয়ার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতির কর্মকর্তা পরিচয় দেন। বাড়ি ভাড়ার চুক্তিনামা করার আলোচনার মধ্য দিয়ে কেটে যায় কয়েকদিন। এ ফাঁকে তারা গাড়াডোব, আলমপুর, শ্যামপুর ও সাহারবাটিসহ বিভিন্ন গ্রামে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মানুষের বাড়ি বাড়ি যেতে থাকেন। এক লাখ টাকা ঋণের বিপরিতে সঞ্চয় জমা করতে হবে ১২ হাজর টাকা। এমন শর্তে ওই গ্রামগুলোর অসংখ্য মানুষ অজানা-অচেনা মানুষগুলোর হাতে তুলে দেয় টাকা। এলাকার মানুষের মৌখিক হিসেবে এ টাকার পরিমাণ ১৫ লক্ষাধিক বলে জানা গেছে।

টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ফাঁদে পড়া উল্লেখ গাড়ডোব গ্রামের জলিবিল পাড়ার আলমগীর হোসেন বলেন, বুধবার (১২ জুলাই) আমাদের পাড়ায় এক ব্যক্তি গিয়ে ওই সমবায় সমিতির পরিচয় দিয়ে ঋণ দেওয়ার প্রলোভন দেয়। পানসি কবিরাজের বাড়িতে ১০ লাখ টাকা সিকিউরিটি দিয়ে তারা অফিস নিয়েছেন বলে জানায় আমাদের। ঋণ পাওয়ার জন্য আমরা লাখ প্রতি সাড়ে ১১ হাজার করে টাকা দেই।

একই অভিযোগ করে গাড়াডোব জলিবিল পাড়ার আরেক ভুক্তভোগী সবজি ব্যবসায়ী বকুল হোসেন জানান, বৃহস্পতিবার রাত থেকে সমিতির লোকের মোবাইল ফোন বন্ধ পেয়ে শুক্রবার সকালে পানসি কবিরাজের বাড়িতে যায়। সেখানে গিয়ে দেখি একটি গেট তৈরী করা হয়েছে। তবে অফিসের কাউকে পাওয়া যায়নি।

পরিচয় নিশ্চিত আর জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়া কিভাবে ঘর ভাড়া দিলেন জানতে চাইলে পানসি কবিরাজ বলেন, চার জন লোক বুধবারে (১২ জুলাই) আমার বাড়িতে এসে ঘর ভাড়া নেওয়ার আলোচনা করে। কাগজপত্র এবং তাদের ছবিসহ ঘরভাড়া চুক্তিনামা করতে বলে তারা শনিবার (১৫ জুলাই) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সব সম্পন্ন করবে মর্মে আশস্থ করে। এর মধ্যে বৃহস্পতিবার তারা আমার ঘরে ডেকেরেশন থেকে চেয়ার টেবিল নিয়ে এসে

ঘরে রাখে। ডেকোরেশনের লোকজন বাড়ির প্রবেশ মুখে গেট করে দেয়। এর পর থেকে তাদের আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

এদিকে ভুক্তভোগীরা সাধ্যমত চেষ্টা করেও ওই সমবায় সমিতির কর্মকর্তা পরিচয় দেওয়া ব্যক্তিদের হদিস পাচ্ছেন না। পরে শনিবার আলমপুরের এক ভুক্তভোগী মেহেরপুর সদর থানায় এবং গাড়াডোব গ্রামের এক ভুক্তভোগী গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, বিষটি তদন্ত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে পেশাদার দুই ছাগল চোর আটক

কখনো ইজিবাইক নিয়ে, কখনো মোটরসাইকেলে চড়ে ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় বিভিন্ন এলাকায় ছাগল চুরি তাদের পেশা। দুজনেই প্যান্ট পরে ছাগল বিক্রি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক হয়েছেন পেশাদার দুই ছাগল চোর। ছাগল চোরদের স্থানীয় জনতা আটক করে তুলে দিলেন পুলিশে।

আটক দুই চোর হলেন গাংনী উপজেলার রামদেবপুর গ্রামের আশাদুল ইসলামের ছেলে পারভেজ হোসেন (২০) ও একই গ্রামের আব্দুল হামিদের ছেলে রনি আহম্মেদ (২৫)।

আজ রবিবার (১৬ জুলাই) সকালের দিকে এই দুই পেশাদার ছাগল চোর একটি ছাগল বিক্রি করতে গিয়ে জনতার হাতে ধরা পড়ে। পরে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের পুলিশের হাতে সোপর্দ করেন।

ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) তৌহিদুল ইসলাম বলেন, প্যান্ট পরে এই দুই চোর একটি ছাগল খাঁসমহল গ্রামে বিক্রি করতে যায়। তাদের দুজনের প্যান্ট পরা দেখে সন্দেহ হয়। তাদের বিভিন্নভাবে জেরা করার এক পর্যায়ে চুরি করা ছাগল বলে স্বীকার করে। পরে তাদের দুজনকে আমাদের হাতে তুলে দেন স্থানীয়রা। তাদের দুজনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগে মামলা দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

আফ্রিকাতে নিহত শফিকুলের মরদেহ গাংনীতে পৌছেছে

দক্ষিণ আফ্রিকাতে নিহত গাংনী উপজেলার কাষ্টদহ গ্রামের শফিকুল ইসলামের (৪৫)মরদেহ আজ রবিবার সকাল সাড়ে ৮ টার সময় নিজ গ্রামে এসে পৌছেছে।

শফিকুল ইসলাম কাষ্টদহ গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে।

শফিকুল ইসলাম ১৩ বছর কাতারে থাকার পর বাড়ি ফিরে আসেন। এর পর আবারো দক্ষিণ আফ্রিকাতে যান। সেখানে প্রায় ১২ বছর অবস্থান করছেন।

নিহত শফিকুল ইসলামের বোন জানান, দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু সন্ত্রাসীদের সাথে গ্যানজাম হওয়ার কারনে তাকে গলাই তার জড়িয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে বলে শুনেছি। গত ৯ জুলাই এই ঘটনা ঘটে। মরদেহ আসার পর আমরাও দেখেছি তার গলায় তার জড়ানো দাগ রয়েছে।

একাত্তরের সেই পরাজিত সৈনিক এখনো ঘাপটি মেরে বসে আছে

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, সামনে জাতীয় নির্বাচন। এই জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়নি, বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা বিশ্বাস করেনা, বাংলাদেশের মানচিত্র মেনে নিতে পারেনি, একাত্তরের সেই পরাজিত সৈনিক এখনো ঘাপটি মেরে বসে আছে। তারা আবারও মাথা চাড়া দিয়ে প্রকাশ্যে কাজ করছে। বাংলাদেশের উন্নয়নে তারা এখন বারবার আঘাত হানছে।

আজ শুক্রবার বিকালে গাংনী উপজেলা যুবলীগ কর্তৃক আয়োজিত প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে এসব কথা বলেন মাহফুজুর রহমান রিটন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে ও ডিজিটাল বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে উন্নীত করণে আগামী ১৭ জুলাই মেহেরপুরে “তারুণ্যের জয়যাত্রা” সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে গাংনীতে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা যুবলীগের আয়োজনে গতকাল শুক্রবার বিকেলে যুবলীগের কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেনর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান।

এসময় বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য মজিরুল ইসলাম, যুবলীগ নেতা রবিউল ইসলাম রবি, কেসমত আলী, মতিয়ার রহমান, শফিকুল ইসলাম, আশিকুর রহমান আকাশ প্রমুখ।

মাহফুজুর রিটন আরও বলেন, আপনারা লক্ষ করে দেখবেন যখনি দেশে দু:সময় আসে তখনি তারা শেখ হাসিনার প্রতি আঘাত হানে। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার উপর আঘাত আসলে যুবলীগের নেতা কর্মীরা বসে থাকতে পারেনা। অতীতে তারা তাদের সেই প্রমান দিয়েছেন।

তিনি বলেন, মেহেরপুরের সাথে মুক্তিযুদ্ধের অনেক ইতিহাস জড়িয়ে আছে। মেহেরপুরের মাটি পবিত্র। যে পবিত্র মাটিতে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়েছে। এখান থেকেই বাংলাদেশের শুরু। তাই এই মাটি থেকে আমাদেরকে শুরু করতে হবে।

তিনি বলেন, আওয়ামীলীগের একজন লোক শক্ত হয়ে দাঁড়ালে তার কাছে হাজারও লোক প্রতিহত হবে। কারন আওয়ামীলীগের লোকের মুখে থাকে জয় বাংলার শ্লোগান, তার বুকে থাকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ। তাই জামায়ত বিএনপি অপশক্তি কখনো শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ রুখতে পারবেনা। এই অপশক্তির বিরুদ্ধে আগামীতে যুবলীগ দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেবে। তিনি যুবলীগকে তাদের সকল দ্বিধা দ্বদন্দ্ব ভুলে এক কাতারে থাকার আহবান জানান ।

সভাটি যৌথ ভাবে পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন ও যুবলীগ নেতা ইসমাইল হোসেন।

গাংনীতে শিশু বলাৎকারের অভিযোগে থানায় মামলা

গাংনী উপজেলা শহরের থানাপাড়া এলাকায় মুরগী ব্যবসায়ী মুরছালিনের বিরুদ্ধে শিশু ছেলেকে বলাৎকারের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে তার পরিবার।

মুরছালিন গাংনী উপজেলা শহরের মাঠপাড়ার মোকাদ্দেস হোসেন ওরফে মকার ছেলে। সে পেশায় মুরগী ব্যবসায়ী। শিশুটির বাড়ি একই পাড়ায়। এঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে গাংনী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করেছেন। যার মামলা নং ১৯, তারিখ ১৪/০৭/২৩ ইং। মামলার পরপরই গা ঢাকা দিয়েছে ওই ধর্ষক।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, গত ৫ জুলাই সকালে শিশুটিকে পাখি ধরার নাম করে তার খেলার সাথি রাহুলকে দিয়ে মুরছালিন ডেকে নিয়ে একটি কলা ক্ষেতের মধ্যে নিয়ে যায়। পরে সেখানেই বলাৎকার করে শিশুটিকে। এসময় রাহুল গোপনে ধর্ষণের চিত্র ভিডিও ধারণ করে। এদিকে ধর্ষণের পরপরই শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার মা স্থানীয় ডাক্তারের কাছ থেকে জ্বরের ওষধ কিনে খাওয়ান। পরে রাহুল তার কাছে থাকা ছবি এবং ভিডিও শিশুটির মায়ের কাছে দেই। পরে বিষয়টি ছড়িয়ে পড়লে শুরু হয় স্থানীয় দালালদের অপতৎপরতা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ঘটনার দিন শিশুটির মা থানায় মামলা দেবে বলে এসেছিলেন। পরে আমার নারী পুলিশ দিয়ে ঘটনার বিবরণ শুনে তাকে মামলা করার জন্য বলি। মামলা লিখেও নেন তিনি। কিন্তু পরে মামলার কাগজপত্রসহ নিয়ে চলে যায়। থানায় আর আসেননি। আজ শুক্রবার আবারও এসেছেন। আমি তার

মামলাটি গ্রহণ করেছি। আসামি গ্রেফতারে জোর তৎপরতা চলছে।

শিশুটিকে বৎকারের ভিডিও এবং ছবি ছড়িয়ে পড়লে তাকে গ্রেফতার ও শাস্তির দাবীতে এলাকাবাসি সোচ্ছার হয়ে উঠেছে।

গাংনীতে মারামারি মামলায় গ্রেফতার ৩

গাংনী উপজেলার রংমহল গ্রামে মারামারির ঘটনায় তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। গ্রেফতারকৃতরা হলেন, সুন্নত আলী, আনারুল ইসলাম ও ইউসুব আলী।

গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

জানা গেছে, মাদক সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে রংমহল গ্রামের আহাম্মদ আলীকে (৩২)কে ওই গ্রামের শরিফুল ইসলামের নেতৃত্বে ১০/১৫ জন মিলে দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গত বৃহস্পতিবার (১৩ জুলাই) বিকালে পিটিয়ে আহত করে। এছাড়া তার হাত ও পা ভেঙ্গে দেই তারা। আহতাবসস্থায় তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। আহত আহাম্মদ আলী খাসমহল গ্রামের চান মহাম্মদের ছেলে। তার অবস্থা খারাপ বলে জানান তার পরিবারের লোকজন।

এঘটনায় আহত আহাম্মদ আলীর ভাইস্তে তাজুল ইসলামের ছেলে রুবেল বাদী হয়ে এজাহার নামীয় ১৫ জন ও অজ্ঞাতনামা আরও ৫/৬ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন যার মামলা নং ১৮, তারিখ ১৩ জুলাই ২০২৩ ইং।

ধারা ১৮৬০ এর ১১৪/১৪৩/৩৪১/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৭৯/৪২৭/৫০৬ পেনাল কোড।

[redacted]

[redacted]

মন্ডলের কাছ থেকে আমরা জমিটি ক্রয় করি। ১৯৯৭ সাল থেকে জমিটি আমাদের আয়ত্তে রয়েছে এবং এখান থেকেই আমরা আমাদের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করি। কিন্তু হঠাৎ করেই চলতি মাসের গত ৪ তারিখে কিছু ভূমি দুস্যদের দ্বারা জায়গাটি দখল হয়। আমরা বিষয়টি গাংনী থানার ওসিকে অবগত করেছি এবং আমাদের সমস্ত দলিল ও কাগজপত্র দেখিয়েছি।

আগামী সোমবার পর্যন্ত আমাদের শিক্ষক ও কর্মচারীর সম্পদ ভূমি দুস্যদের কাছ থেকে দখল মুক্ত না হলে আমরা সবাই কঠোর আন্দোলন নিয়ে মাঠে নামবো।

সেই কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে এবার গ্রেফতারি পরোয়ানা

সেই মীর কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো: তরিকুল ইসলাম।

আজ বৃহস্পতিবার (১৩ জুলাই) দুপুরের দিকে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন তিনি। আদালতে হাজির না হওয়ায় এই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে আদালত।

এর আগে প্রতারক কামরুজ্জামানের নানা অপকর্ম নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনে একাধিক সংবাদ প্রকাশ হয়েছিল।

এর আগে অবৈধভাবে নেওয়া জমি ফেরৎ দেন দুই প্রতিবেশীকে। সম্প্রতি গাংনী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম দুই পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী শেষে এ আদেশ দেন।

এসময় মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করে অভিযোগকারী তেরাইল গ্রামের কালুর স্ত্রী রোজিফা খাতুন, রবকুল শাহ্ এর স্ত্রী মারজিয়া খাতুনের জমির খারিজ তাদের বুঝিয়ে দেন।

শুনানী থেকে জানা গেছে, গাংনী উপজেলাধীন ৪১নং তেরাইল মৌজার ১নং খতিয়ান ভুক্ত ৪৪৫১দাগের খাস ১০শতক এর মধ্যে ০৪শতক জমি বানুয়ারা ও মান্নান কে বন্ধোবস্থ কেস নং ১৪২/১২/২০০৪-০৫ ও উপজেলা

বন্দোবস্ত কেস নং◌ঃ৫০/১২/২০০৪-০৫ ভূমিহীন হিসাবে ৮৫৮৩নং দলিল মুলে বন্দোবস্ত দেয় সরকার। গত ১৬/০৩/০৬ ইং তারিখে ৯১/পি-২/২০০৫-০৬ নাম জারি করে বসবাস করে আসছে বানুয়ারা।

কিন্তুু প্রতারক মীর কামরুজ্জামান লেলিনসহ তার পরিবারের লোকজন ১৫৩/২০০৫নং মামলা করে মেহেরপুর সহকারী জজ আদালতে এবং আদালত বানুয়ারার পক্ষে রায়ও প্রদান করেন। কিন্তু রায়ের বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালতে আপিল করে কামরুজ্জামান, যা বিচারাধীন রয়েছে। এ অবস্থায় মীর কামরুজ্জামান লেলিন ভূয়া জমির কাগজ সৃষ্টি করে ২০১৪ সালে নাম জারি করেন। যার নং ২৯/৯-পি-০১/২০১৪-১৫।

২০০৪ সালে ভুয়া ভূমিহীন দেখিয়ে ১নম্বর খতিয়ানের ৪৪৫১ দাগের খাস ১০ শতক জমি সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেন মীর কামরুজ্জামান লেলিনের বাবা মীর লুৎফুর রহমান পরবর্তী ২০০৫ সালে সরকার সে বন্দোবস্ত বাতিল করে দেন।

তাই খারিজ জালিয়াতির ক্ষেত্রে আশ্রয় নেন এই সব প্রতারণার ১৯৯৫ সালের কামরুজ্জামানের বাবা লুৎফর রহমানের ভুয়া খারিজের কপি যার নম্বর ৯৭৩ /১পি-১ম/১৯৯৫-১৯৯৬ হোল্ডিং নম্বর ২৫৮৭ দাগ ৪৪৫১ দেখিয়ে ২০১৪ সালে নিজ নামে খারিজ করেন কামরুজ্জামান লেলিন।

তবে, ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং উপজেলা ভূমি অফিসের ঐ ২৫৮৭ হোল্ডিং এ দেখা যায় ওই নামজারিটি মুশফিকুর রহমান, পিতার রুহুল আমিন, সাং: বাদিয়াপাড়া, গাংনী, মেহেরপুর নাম আছে। ঐ নামের স্থলে মীর কামরুজ্জামান তার বাবার নাম মীর মীর লুৎফর রহমান জালিয়াতি করে বসিয়ে দেন।

এছাড়া কামরুজ্জামানের তার বাবা মৃত মীর লুৎফর রহমান খারিজ টি অন্য আরেক জনের খারিজ দেখিয়ে করেছে যার নাম ছলিম উদ্দিন শেখ পিতা: পালান শেখ স্ং◌া নিজ, খতিয়ান ১০১১ দাগ ৪৪৫১।

ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও উপজেলা ভূমি অফিসের ভলিউমের ১০১১ খতিয়ানে গেলে দেখা যায় ছলিম উদ্দিন শেখ পিতা পালান শেখ তার দাগ নম্বর ২৬৯৬ এখানেও দাগ নম্বর ২৬৯৬ এর জায়গায় জালিয়াতি করে ৪৪৫১ বসিয়ে দেওয়া হয়।

গাংনী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস সূত্র জানান, তিন জন ভুক্তভোগীর লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার দু’পক্ষের কাগজপত্র যাচাই বাছাই করা হয়। এসময় রুজিফা খাতুন ও

মারজিয়া খাতুনের ৪৪৪৮ ও ৪৪৪৯ দাগের ২টি জমির খারিজ বহাল রেখে মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করা হলো।

এবং বানুয়ারা খাতুনের ৪৪৫১ দাগের জমিটি খারিজের ক্ষেত্রে বড় জালিয়াতি দেখা যাচ্ছে। আগামী ২১ তারিখ শুনানি শেষে এ জালিয়াতি সত্যতা পেলে মীর কামরুজ্জামান লেনিনের বিরুদ্ধে উপজেলা ভূমি অফিস আদালতে জালিয়াতি মামলা দায়ের করবে ।

উল্লেখ্য, এর আগে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় মীর কামরুজ্জামানের প্রতারণার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে মেহেরপুর আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ স্বপ্রণোদিত হয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং পিবিআই কে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেন। মামলাটি তদন্ত শেষে আদালতে প্রতিবেদন জমা দেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।